

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুলতানা জাহান

রোলঃ 216022159227

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুলতানা জাহান

রোলঃ 216022159227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সময়ের গুরুত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুলতানা জাহান, আইডিঃ 216022159227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

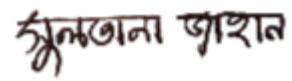
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সময়ের গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সুলতানা জাহান

আইডিঃ 216022159227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	1
সময়ের বারাকাহ.....	2
আসক্তিতে বন্দি.....	3
উপসংহার.....	4
তথ্যসূত্র	5

ভূমিকা

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানব জাতির জীবন বিধান পবিত্র আল কুরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলামে মানুষের অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহতায়ালা বলেন,

কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও।’ (সূরা ইনশিরাহ : ৭-৮)

সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে, মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র আল কুরআনে সময়ের শপথ করে বলেন,

‘সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’ (সূরা আসর-১-৩)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

‘তোমরা পাঁচটি জিনিসকে তার বিপরীত পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যায়ন কর ও তার সদ্ব্যবহার কর। তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের আগে, সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, সচ্ছলতাকে দারিদ্র্যের আগে, অবসরকে ব্যস্ততার আগে, জীবনকে মৃত্যুর আগে।’ (বায়হাকি-১০২৪৮, মুসনাদে হাকিম-৭৮৪৬)।

মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে সময়। ইসলামে সময়ের গুরুত্ব অধিক। কারণ ইসলাম প্রতিটি কাজের জন্যই রয়েছে নির্ধারিত সময়সীমা।

সময়ের বারাকাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেছেন, “হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরু বরকতময় করুন।”

আর এজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধাভিযানে পাঠানোর সময় দিতেন দিনের শুরুতে। (দেখুন, এ সময়টা এত বরকত পূর্ণ যে যুদ্ধের মতো বিষয়েও তিনি সময়ের দিকে খেয়াল রাখতেন।)

হাদীসটা যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত সাখার আল গামেদি রা. , তিনি ও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনিও তাঁর ব্যবসায়িক কার্যক্রম ভোর বেলা থেকে শুরু করতেন। এতে করে তাঁর ব্যবসায় অনেক উন্নতি ছিলো। তিনি সীমাহীন প্রাচুর্য লাভ করেন। (সুনানে আবু দাউদ:২৬০৬)

এখানে দুটো বিষয়:

■ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় কাছে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তিনি যেনো আমাদের দিনের শুরুতে বরকত দেন।

■ যিনি বর্ণনাকারি, তিনি তাঁর পার্থিব জীবনে সীমাহীন প্রাচুর্য লাভ করেন। কিভাবে? তিনি তাঁর দিন টা শুরু করতেন ভোর বেলা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে।

তো আমরা যদি আমাদের রিজিকে, ইলমে, আমলে বা যেটাতেই বরকত চাইনা কেনো, বা সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন যাপন করতে চাইনা কেনো, তাহলে আমাদের কি করতে হবে?

আমাদের সেই সকাল বেলার পাখি হতে হবে।

আমাদের ফজরের পরে ঘুমানোর অভ্যাসটাকে ত্যাগ করতে হবে। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমরা, তাঁরা ফজরের পরে ঘুমানোকে অনেক সময় মাকরুহ মনে করতেন।

হযরত উরওয়া ইবনে জুবাইর রা. বলেন, জুবাইর রা. তাঁর সন্তানদের ভোর বেলা ঘুমানোর ব্যাপারে নিষেধ করতেন। হযরত উরওয়া রা. বলেন, আমি যখন কারো সম্পর্কে শুনি, সে ভোরবেলাই ঘুমায় তখন তার প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।

আসক্তিতে বন্দি

একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমাদের এক মুহূর্ত স্মার্টফোন ছাড়া চলে না। মনের অজান্তেই বারেবারে স্মার্টফোনে টুঁ মারে সবাই। ফাইভ জি-র এই ব্যস্ততম যুগে আমাদের বাস্তব জীবনের চেয়ে অনলাইন জীবনই বেশি প্রাধান্য পায়। একটু খবর দেখা, অনলাইনে কেনাকাটা করা, বন্ধুদের ছবি বা ভিডিও দেখা- এমন বিভিন্ন কারণে আমরা কয়েক মিনিট পরপর ফোন দেখতে থাকি। আমাদেরকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার থেকে বেশি আকর্ষিত করে এই স্মার্টফোন। ছোট্ট দুধের শিশুকে ব্যস্ত রাখতে, কান্না থামাতে ভিডিও চালু করে দেয় মা-বাবা। শিশু উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে আসক্ত হয়ে উঠে।

বিশ্ব বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ মিরটিস ফস বলেন, আমাদের মস্তিষ্ক সর্বদায় কাজে ব্যস্ত থাকে। এমনকি আমাদের ঘুমানোর সময়ও সে জেগে থাকে। মস্তিষ্কে থাকা ডোপামিন আমাদেরকে ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করে এবং আমরা আনন্দ পাই। অনলাইন দুনিয়ার পরিবর্তনশীল। অনবরত আনন্দ-দুঃখ মিশে যেতে থাকে। আনন্দের কিছু ক্ষোভ করতে করতে হঠাৎ একটি দুঃখের কিছু সামনে চলে আসে। এমনটা প্রায়ই হতে থাকে। ফলত মস্তিষ্কে আনন্দ এবং দুঃখের প্রতিক্রিয়া উলটপালট হতে থাকে। ফলত মস্তিষ্কের পুরস্কৃত করার কার্যকারিতা ক্রমেই কমতে থাকে, যে কারণে আমাদের আরও বেশি স্মার্টফোন দেখার ইচ্ছা মনে জাগে। তখনই আমরা এত আসক্ত হয়ে পড়ি।

এ জগৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে ঘণ্টার পর ঘণ্টার আটকে রাখে স্মার্টফোনে। প্রজুক্তির এই চরম উন্নতির যুগে কোনক্রমেই যেন স্মার্টফোন আমাদেরকে বশ করতে না পারে। আমাদের বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্ত্রণে থাকুক বুড়ো আঙুল, আর বুড়ো আঙুলের নিয়ন্ত্রণে থাকুক স্ক্রলিং।

উপসংহার

সত্যি কথা হলো- যদি জীবনযাত্রায় আমরা সময়ের মর্যাদা না দেই এবং মূল্যবান সময়কে হেলায়-ফেলায় ও গাফলতির মাধ্যমে অতিবাহিত করি, একই সঙ্গে যদি সময় নষ্ট হয় মন্দ ও অনর্থক কাজে, তাহলে আমাদের সামনে হতাশা ও লজ্জা ছাড়া আর কী অপেক্ষা করছে?

পবিত্র কোরআনে সুরা ফাতিরের ৩৭ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আজাব আস্বাদন করো, আর জালিমদের কোনও সাহায্যকারী নেই।’ এটাই সেই মৌলিক দর্শন যার মাধ্যমে ইসলামে শৃঙ্খলা ও সময়ের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সময়কে অবহেলায় নষ্ট না করার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। সুরা আসরের মধ্যে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘সময়ের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (কারণ তার সময় (জীবন) ফুরিয়ে যাচ্ছে)।’

এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অতিবাহিত করতে হবে। এই জীবনকে মৃত্যুর আগে গণিমত মনে করে একথা মাথায় রাখতে হবে যে, কেয়ামতের দিন জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। আর হিসাব দিতে হবে জনসম্মুখে। এজন্য সময় থাকতেই এর মূল্য দেওয়ার অনুশীলনের সুযোগ এখন থেকেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করেন। আমীন।

তথ্যসূত্র

kalerkantho

তালিমুন নিসা

দৈনিক পূর্বের কলম

<https://www.facebook.com/share/p/1AktRVnzps/>

বাংলা ড্রিবিউন